বাংলাদেশ ব্যাংকে নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-২০০৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

তারিখ ঃ ০২/০২/২০১০
সময় ঃ অপরাহ্ন ০২ঃ৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ বিবিটিএ, ঢাকা ।

সুদীর্ঘ ছয় মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি টেনে তোমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফ্রন্টলাইন কর্মকর্তা হিসেবে ডেস্ক এর কাজে যোগ দেয়ার প্রারম্ভে আমি তোমাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । আমি জেনেছি যে, বিগত ছয় মাসে তোমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা, জেনারেল ব্যাংকিং ও সেন্ট্রাল ব্যাংকিং বিশেষ করে মুদ্রানীতি, প্রুডেনসিয়াল রেগুলেশনস্, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, অর্থনীতি, একাউন্টিং, ফিন্যান্স, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছো । এছাড়া, ইতোমধ্যে তোমরা অর্গানাইজেশনাল কালচার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত হয়েছো । আমি আরো জেনেছি যে, কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয় বরং প্রায়োগিক বিদ্যার উপর জোর দেয়ার জন্যে এ বছর তাত্ত্বিক দিকের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ যেমন-কৃষিঋণ বিতরণ মনিটরিং, এসএমই খাতের সমস্যাদি ও রেমিট্যান্সের ব্যবহারের বিষয়ে এ বারই প্রথম প্রশিক্ষণার্থীদের বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল । যে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে আমরা নিরন্তর কাজ করছি সরেজমিনে তাদের অবস্থা জানার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের কর্মজীবন শুরু করতে যাচ্ছো । আমি মনে করি, এটি তোমাদের জন্যে এক অনন্য অভিজ্ঞতা, বাড়তি পাওনা ।

০২। সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে হলে ব্যাংকিং সেক্টরের সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনা অপরিহার্য । আর এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, বিকাশমান দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথাগত দায়িত্বের পাশাপাশি development role অর্থাৎ উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে । উদাহরণস্বরূপ আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে দেশের কৃষি উন্নয়ন, এসএমই এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) খাতের উন্নয়নে প্রভূত অবদান রেখেছে । এসব খাতের উন্নয়নে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ/কমিটির সিংহভাগের নেতৃত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কুশলী কর্মকর্তাগণ। অনুরূপভাবে, দারিদ্র্য নিরসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরাও বহুমুখী প্রয়াস নিচ্ছি । আর্থিক খাত সেবায় দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) প্রসারে ইতোমধ্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি । আমার বিশ্বাস, এ সব পদক্ষেপের ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

আমি মনে করি সততা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি পেশাদার মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকাকে অভিনন্দিত করবে । ফলে, সুনির্দিষ্ট নীতি-পদ্ধতি পরিপালনপূর্বক কার্য সম্পাদনকালে তোমারা যে কোন বাধা/প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে কর্তৃপক্ষের তরফ হতে তোমাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে ।

০৩। আমি আশা করি, ব্যাংকের বর্তমান কর্মীদের পাশাপাশি তোমরাও বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্যে তোমাদের ডেস্ক এর কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করবে । সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তোমাদের এগোতে হবে । বিশ্বব্যাপী চলমান পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে আত্মস্থ করতে হবে । কেননা, বিশ্বায়নের এ যুগে প্রযুক্তির নিয়ত পরিবর্তনকে আত্মস্থ করতে না পারলে আমাদেরকে পিছিয়ে পড়তে হবে যা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে ।

০৪। **বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ে আমার নিজস্ব ভিশন রয়েছে । আমি বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং একইসাথে মানবিক, দরদী ও সহায়তাকারী অনন্য এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই । আমরা আর্থিক খাতে সর্বোৎকৃষ্ট কৌশলগত নেতৃত্ব দিতে চাই । টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যত সক্ষমতা বাড়াতে আমাদেরকে আরো সুচিন্তিত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে । এ মিশনে তোমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা রাখি ।**

০৫। প্রশিক্ষণকালে তোমরা যারা খুব ভালো ফলাফল করেছো তাদের জন্যে ক্রেস্ট, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা রয়েছে । তবে, আমার তরফ থেকে তোমাদের সকলের জন্যে রইলো আন্তরিক অভিনন্দন । তোমাদের সবার প্রতি আহবান থাকবে, এটাই তো শেষ নয়, এটা নিতান্তই তোমাদের শুরু । কর্মজীবনে মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিষ্ঠা, আনুগত্য ও সততা দিয়ে তোমাদেরকে সার্বক্ষণিক প্রতিযোগী হয়ে উঠতে হবে । এতে নিশ্চিতভাবে দেশ ও জাতির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে ।

০৬। আমি জানি যে, কর্ম সম্পাদনের ফলাফল (performance) মূলত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে । একটি হলো সামর্থ (ability) ও অপরটি হলো প্রণোদনা (motivation) । তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমানের এ প্রশিক্ষণ নিঃসন্দেহে তোমাদের দক্ষতার সাথে কাজ করার সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে । আর একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য যে সমস্ত ভৌত, আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া প্রয়োজন তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন/প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি । তোমাদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের কিছু বিষয়ে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । স্বতন্ত্র পে-স্কেল ও দীর্ঘদিনের সমস্যা হিসেবে বিরাজিত টাইম স্কেলের বিষয়টি আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি । এ বিষয়ে অর্জিত অগ্রগতির সুফল তোমরা পাবে বলে আমি আশা করছি ।

০৭। সদা সর্বদা সেবার মনোভাব নিয়ে তোমরা কাজ করবে, দেশের জনগণের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্নার সঙ্গে তোমরা একাত্ম থাকবে এবং সর্বোপরি তোমাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি ঈর্ষণীয় উচ্চতায় নিয়ে যাবে-এ আশা রেখে শেষ করছি ।

সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা ।

–